নেককার ও বদকার লোকের
মৃত্যু কিভাবে হবে?
মুহাম্মদ আবদুর রহমান খন্দকার

"তাদের কাছে যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আবার (পৃথিবীতে) পাঠান, যাতে আমি নেক কাজ করতে পারি, যা আমি পূর্বে করি নাই। কক্ষনো নয়! এতো তার কথা মাত্র। তাদের সামনে বরযখ করা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।" (সূত্র : সূরা–আল মুমিনুন, আয়াত–১০০)

নেককার ও বদকার লোকের মৃত্যু কিভাবে হবে?

মুহাম্মদ আবদুর রহমান খন্দকার

এম. এম. বি, এ, (সম্মান) এম, এ

ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার সায়েন্স,

হায়দরাবাদ, গাজীপুর সদর, গাজীপুর।

মোবাইল : ০১৫৫৬ ৩৩৬৭৩৮. ০১৭২৭ ৬৫০০০২

রিমঝিম প্রকাশনী

বাংলাবাজার : বুকস্ এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
তৃতীয় তলা দোকান নং-৩০৯
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭৩৯-২৩৯০৩৯, ০১৫৫৩৬২৩১৯৮

কুষ্টিয়া : বটতৈল কেন্দ্রীয় ঈদগাহ সংলগ্ন
বিসিক শিল্প এলাকা, কুষ্টিয়া
মোবাইল : ০১৭৩৯-২৩৯০৩৯, ০১৫৫৩৬২৩১৯৮

পরিবেশক

প্রফেসরস পাবলিকেশন্স
৪৩৫/ক, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল : ০১৭১১১২৮৫৮৬

প্রফেসরস বুক কর্ণার
১৯১, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল : ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪

নেককার ও বদকার লোকের মৃত্যু কিভাবে হবে?
মুহাম্মদ আবদুর রহমান খন্দকার

প্রকাশক :
আবদুল কুদ্দুস সাদী
রিমঝিম প্রকাশনী
৪৫, বাংলাবাজার (৩য় তলা)
ঢাকা– ১১০০।

প্রকাশ কাল :
প্রথম প্রকাশ ঃ রমজান ২০১০ইং

কম্পোজ :
আবরার কম্পিউটার,
১৩, বাংলাবাজার (দ্বিতীয় তলা)
ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণে :
মশিউর রহমান

মুদ্রণে :
আল ফয়সাল প্রিন্টার্স
৩৪, শ্রীসদাস লেন
ঢাকা–১১০০

মূল্য ঃ ২৫.০০ টাকা মাত্র।

Published By : Abdul Kuddus Sadi, Rimzim Prokashoni, 45, Banglabazar, Dhaka 1100.

সূচীপত্র

হযরত উমর ফারুক (রা) হযরত কা'ব (রা) কে বললেন : মৃত্যু হলো কাঁটাযুক্ত গাছের ন্যায়। যা মানুষের পেটে ঢুকানো হবে। তার কাঁটাগুলো মানুষের শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়বে। তারপর কোন শক্তিশালী ব্যক্তি তা টানতে থাকবে। আর সেই বৃক্ষটি চামড়া গোশ্ত কেটে চিড়ে বের হয়ে আসবে। এটাই মৃত্যুর অবস্থা।

মৃত্যু পরজীবনের প্রতি বিশ্বাস রাখা

পরকালের উপর বিশ্বাস রাখা ঈমানের পঞ্চম মূলনীতি। দুনিয়াতে প্রাণী মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। পার্থিব জীবন চিরস্থায়ী নয়। হাসি-আনন্দ, সুখ ও দু:খ একদিন শেষ হয়ে যাবে। মৃত্যু নামক মহাসত্য সকলের জীবনে একদিন আসবেই। সুতরাং দুনিয়ার জীবন মানুষের শেষ জীবন নয়। এটা হচ্ছে একটা পরীক্ষা কেন্দ্র। এ জীবনের পরে শুরু হবে আরেক জীবন। সে জীবনের শুরু আছে, শেষ নেই।

মৃত্যু মানুষের জন্য এক চরম সত্য। তাই স্বাভাবিকভাবেই সকলের মনে প্রশ্ন জাগে মৃত্যু জিনিসটি কি? মৃত্যু কিভাবে হবে? মানুষ মৃত্যুর পর কোথায় যায়? এ সঙ্গে আরও একটা প্রশ্ন এসে দেখা দেয়, তা হল মৃত্যুর মাধ্যমে এ দুনিয়ার জীবনের সব ভাল ও মন্দ কাজের ফলাফল কি শেষ হয়ে যায়? দুনিয়ার জীবনে মানুষ যা কিছু করল ভাল কিংবা মন্দ এর ফল কি এ দুনিয়াতেই শেষ?

সাধারণত: এ দুনিয়ার জীবনে হাজারও কষ্টের মধ্যে হাজারও প্রতিকূলতার মধ্যে অনেক লোক এমন আছেন যিনি সৎপথে টিকে থাকার জন্য অবিরাম চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তিনি অন্যের উপকার করছেন, অন্যের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু এ দুনিয়াতে এ সৎ কাজের জন্য পুরোপুরি কোন পুরস্কার পাচ্ছেন না। বরং পাচ্ছেন উল্টো নির্যাতন কখনো বা তার ভাগ্যে জোটে মৃত্যুদণ্ড। তাহলে কি তিনি যে সৎ কাজ করলেন তা সব বিফলে যাবে? তার মৃত্যুর পর তার সৎ কাজের সুফল এ দুনিয়াবাসী অনন্তকাল ধরে পাবে, আর তিনি নিজে তার ফলাফল পাবেন সম্পূর্ণ বিপরীত এটা কিভাবে মেনে নেয়া যায়?

অন্য দিকে একজন লোক জীবনভর অন্যায় কাজ করল সে হয়তো তার দুষ্কর্মের জন্য দুনিয়ার সামান্য শাস্তিও পেল কিন্তু তার দুষ্কর্মের শাস্তি সে পুরোপুরি পেল না। কখনও কখনও এ ধুরন্দর ব্যক্তি দুনিয়ার সকলকে ফাঁকি দিয়ে দুনিয়ার শাস্তিও এড়িয়ে লোক চক্ষুর আড়ালে দুষ্কর্ম চালিয়ে যায়। অথচ তার দুষ্কর্মের ফল অন্যেরা পেয়েই থাকে, এ জুলুমের পুরোপুরি শাস্তি কি সে কোনদিনও পাবে না? দুনিয়ায় যে জুলুম সে করেছে, যে অন্যায় অপরাধ সে করেছে, তার মৃত্যুর পর এর পরিণাম দুনিয়াবাসী ভোগ করতে থাকবে আর মৃত্যু এসে এ জালিমকে শাস্তি থেকে একেবারেই বাঁচিয়ে দেবে, একি কখনো হতে পারে?

মোটকথা, আমরা দেখি দুনিয়ার এ সংক্ষিপ্ত জীবনে মানুষ কখনও তার ভাল এবং মন্দ কাজের সঠিক পুরস্কার কিংবা শাস্তি পেয়ে থাকেন, বিবেকের কথা হলো, মৃত্যুর পরও তার ভাল ও মন্দ কাজের পুরস্কার কিংবা শাস্তির ব্যবস্থা থাকা

উচিত। সুতরাং মৃত্যুর পর পুনরায় সৃষ্টি করা হবে এবং যাবতীয় কাজের বিচার অনুষ্ঠিত হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন :"হে রাসূল, আপনি বলুন! মৃতকে তিনিই পুনরায় জীবিত করেন যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন।"

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে আরও বলা হয়েছে– "হে নবী (স:)! যদি আপনি দেখতেন, যখন যালিমগণ মরণ যন্ত্রনায় পতিত হয় তখন ফেরেশতাগণ হাত বাড়িয়ে তাদেরকে বলে তোমরা তোমাদের প্রাণ বের করে দাও। আজ তোমাদেরকে প্রতিফল স্বরূপ অপমানকর আযাব দেয়া হবে। তোমরা যে আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করতে এবং গর্ব অহংকারে তার আযাবসমূহকে এড়িয়ে চলতে।

সূত্র : সূরা : আনআম, আয়াত : ৯৩

মৃত্যু সম্পর্কে কোরআনে বানী

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ

অর্থাৎ– "প্রত্যেক প্রাণীকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে। আর তোমরা কিয়ামত দিবসে পরিপূর্ণ প্রতিদান পাবে। সূত্র : সূরা আল ইমরান, আয়াত ১৮৫

أَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ط

অর্থাৎ– "তোমরা যেখানেই থাক না কেন; মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভেতরেও অবস্থান কর।"

সূত্র : সূরা আন নিসা, আয়াত : ৭৮

حَتّٰى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ـ لَعَلِّىْ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ ـ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ـ

অর্থাৎ– তাদের কাছে যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আবার (পৃথিবীতে) পাঠান, যাতে আমি নেক কাজ করতে পারি, যা আমি পূর্বে করি নাই। কক্ষনো নয়! এতো তার কথা মাত্র। তাদের সামনে বরযখ করা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।

সূত্র : সূরা : আল মুমিনুন, আয়াত : ১০০

মৃত্যু ভাবনা ও তার ভয়াবহতা

হযরত মুহাম্মদ (স) ইরশাদ করেন : "তোমরা দুনিয়ার সাধ আহ্লাদ ও আনন্দ ধ্বংসকারী মৃত্যুর কথা অধিক পরিমাণে স্মরণ কর।" সূত্র : তিরমিযী

মৃত্যুর কথা চিন্তা করলেই তোমাদের অন্তরে দুনিয়ার মোহ ও মায়ামমতা ক্রমশ: দুর্বল হতে থাকবে এবং এভাবে মন থেকে দুনিয়ার আকর্ষণ হ্রাস প্রাপ্ত হয়ে আখেরাত ও আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হবে।

হযরত আয়েশা (রা) একদিন আরজ করলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! হাশরের দিন শহীদদের সংগে অন্য কোন লোকও কি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে? হযরত মুহাম্মদ বললেন হ্যাঁ, যে ব্যক্তি দিনে-রাতে বিশ বার মৃত্যুর কথা চিন্তা করে সেও শাহীদদের দলভুক্ত হবে। মৃত্যু-চিন্তার এত বেশী ফযিলত হওয়ার কারণ এটাই, এর মাধ্যমে মানুষ দুনিয়ার মায়া-মমতা থেকে মুক্ত থাকে এবং আখেরাতের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণে তৎপর থাকে। হযরত মুহাম্মদ (স) বলেন : "মৃত্যু হচ্ছে মোমেনের উপহার।" সূত্র : বায়হাকী শরীফ

কেননা দুনিয়ার এ বন্দীশালায় মোমেনকে দু:খে-কষ্টে জীবন-যাপন করতে হয়। নফসকে দমন করে বলতে হয়, পায়ে পায়ে শয়তানের মোকাবেলা করতে হয়। মৃত্যুই তাকে এ সকল যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি দেয়।

একদা হযরত মুহাম্মদ (স) একদল লোক উচ্চ কণ্ঠে কথা বলতে ও হাসি ঠাট্টা করতে দেখলেন এবং তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : হাসি-ঠাট্টার এই অমূলক আসরকে যে জিনিষটি তিক্ত করে দেয় তোমরা সেটিকে স্মরণ কর। প্রশ্ন করা হলো : সেটি কি? তিনি বললেন, সেটি হল মৃত্যু।

একদা হযরত মুহাম্মদ (স) এর কাছে একটি লোকের খুবই প্রশংসা করা হল। তিনি তখন প্রশ্ন করলেন : সে ব্যক্তি কি মৃত্যুর কথা চিন্তা করে? লোকেরা বলল: না, সে করে না। তিনি তখন বললেন : তা হলে সে প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য নয়- যা একটু আগে তোমরা উল্লেখ করলে।

বর্ণিত আছে : একজন আনসারী হযরত মুহাম্মদ (স)-কে প্রশ্ন করল : হে আল্লাহ্র রাসূল! সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও সম্মানীয় ব্যক্তি কে? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি মৃত্যুকে বেশী পরিমাণে স্মরণ করে এবং মৃত্যুর জন্যে তৈরী হয় সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান এবং ইহকাল ও পরকালে সর্বাধিক সম্মানীয় ও সফলকাম।

হযরত সাফিয়া (রা) থেকে বর্ণিত আছে : জনৈক মহিলা একদিন হযরত আয়েশা (রা) এর নিকট তার অন্তরের কাঠিন্যের কথা ব্যক্ত করলে তিনি তাকে উপদেশ দিলেন : মৃত্যুর কথা অধিক মাত্রায় চিন্তা কর তাহলে তোমার মন নরম হবে। অত:পর মহিলা উক্তরূপ চিন্তা করায় সত্যিই তার মন নরম হয়ে যায়। এরপর সেই মহিলা শোকরিয়া প্রকাশ করার জন্যে হযরত আয়েশার নিকট আগমন করেছিলেন।

হযরত ঈসা (আ) এর সামনে মৃত্যুর কথা আলোচনা করা হলে তার দম আটকে যাওয়ার উপক্রম হত। হযরত দাউদ (আ) মৃত্যুর চিন্তায় এমন বিচলিত হয়ে যেতেন যে, তার দেহের গ্রন্থিগুলো আলাদা হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা হত। পুনরায় যখন আল্লাহর রহমতের কথা আলোচনা করা হত তখন তিনি সুস্থ হয়ে উঠতেন।

বিখ্যাত কবি ফরাজদাকের স্ত্রীর দাফন কার্য সম্পন্ন হওয়ার পর তার কবরের পার্শ্বে দাড়িয়ে যে পংক্তিগুলো আবৃতি করেছিলেন তার সারমর্ম হচ্ছে : আমি কবরের পরবর্তী মাটিগুলোর ব্যাপারে দারুণ ভীত। হে প্রভু! যদি আপনি আমাকে ক্ষমা না করেন তবে সেই ভয়ানক ও মর্মান্তিক শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায় নেই। হাশরের সেই ভয়ঙ্কর দিনে আমি ফারাজদাকের কি অবস্থা হবে যেদিন আগে পিছে ফেরেশতারা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। সেদিন সেই লোকটি হবে কতই না হতভাগা যাকে লোহার বেড়ি পড়িয়ে দোজখের দিকে ঠেলে নেয়া হবে।

মৃত্যুকে স্মরণের ফযীলত

হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেন, 'তোমরা আনন্দ-উল্লাস ছিন্নকারীকে অধিক স্মরণ কর।' এ প্রসঙ্গে মৃত্যুকে স্মরণ করে নিজের আনন্দ-উল্লাসকে বিমলিন কর, যাতে এর প্রতি তোমাদের আগ্রহ না থাকে। এরপর আল্লাহ্‌র স্মরণে মনোযোগী হও। তিনি আরও বলেন, যদি গৃহপালিত পশু জানত, যা তোমরা জান, তাহলে তারা কখনও মোটা-তাজা হত না।

হযরত আয়েশা (রা) একবার হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে প্রশ্ন করলেন, শহীদদের সাথে কি কেউ উত্থিত হবে? তিনি উত্তরে বলেন : হ্যাঁ, যে মৃত্যুকে দিবারাত্রি বিশ বার স্মরণ করে। এসব ফযীলতের কারণ, মৃত্যুর স্মরণ দুনিয়ার মোহ পরিত্যাগ করা এবং আখিরাতের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার একমাত্র উপায় ও অবলম্বন। এক হাসীসে আছে, 'মৃত্যু মুমিনদের উপঢৌকন।'

কেননা, দুনিয়া ঈমানদার ব্যক্তির জন্য কয়েদখানাস্বরূপ। সে সর্বদা দু:খ-কষ্ট এবং নফস ও শয়তানের তরফ থেকে বিপদে পতিত থাকে। মৃত্যুর ফলস্বরূপ সে এ আযাব থেকে নিস্কৃতি পায়। এই নিস্কৃতি তার জন্যে উপঢৌকন। এক হাদীসে বলা হয়েছে, 'মৃত্যু প্রত্যেক মুসলমানের কাফফারা।'

এখানে প্রকৃত মুসলমান ও নিষ্ঠাবান ঈমানদার বুঝানো হয়েছে, যার মধ্যে ঈমানদারের চরিত্র বিদ্যমান এবং যে সগীরা গোনাহ ও ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি ব্যতীত কবীরা গোনাহে লিপ্ত হয় না। সে যদি ফরয কাজের উপর কায়েম থাকে, তাহলে তার ছোট ছোট গোনাহের জন্যে মৃত্যু কাফফারায় পরিণত হয়ে যায়।

হযরত আ'তা খোরাসানী (র) বলেন : হযরত মুহাম্মদ (সা) এক মজলিসের কাছ দিয়ে যাবারকালে মজলিস থেকে অট্টহাসির শব্দ তাঁর কানে এলে তিনি বললেন : তোমরা মজলিসে আনন্দ মলিনকারীর আলোচনাও করে নাও। লোকেরা আরয করল : আনন্দ মলিনকারী কি? তিনি বললেন : মৃত্যু। হযরত আনাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেন, 'তোমরা মৃত্যুকে অধিক স্মরণ কর। এটা গোনাহকে মিটিয়ে দেবে এবং দুনিয়া বিমুখ করবে।'

একবার হযরত মুহাম্মদ (সা) মসজিদে এসে কিছু লোককে হাসতে দেখে, তিনি বললেন : মৃত্যুকে স্মরণ কর। সে সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে হাসতে কম এবং কাঁদতে বেশী। একবার হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সামনে এক ব্যক্তির কথা উঠল। লোকেরা তার খুবই প্রশংসা করল। তিনি বললেন : তোমাদের সে সহচর মৃত্যুকে কেমন স্মরণ করত? তারা বলল : আমরা তাকে মৃত্যুকে স্মরণ করতে কখনও শুনিনি। তিনি বললেন : তাহলে সে সেই স্তরের নয়, সে স্তরের তোমরা তাকে মনে কর।

হযরত রবী' ইবনে খায়সাম (র) ঘরে একটি কবর খনন করে রেখেছিলেন। প্রত্যক দিন কয়েকবার সে কবরে শয়ন করে মৃত্যুর স্মৃতিকে আম্লান রাখতেন। তিনি বলতেন, যদি এক মুহূর্তও মৃত্যুর স্মরণ আমার মন থেকে অমনোযোগী হয়ে যায়, তাহলে মন খারাপ হয়ে যাবে। হযরত মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন : মৃত্যুর করণীয় হচ্ছে সুখী মানুষদের সুখে কাটল ধরিয়ে দেয়া। অতএব, এমন সুখ অনুসন্ধান কর, যা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবেনা।

মৃত্যু যদিও এক ভয়াবহ আশংকা তা সত্ত্বেও মানুষ এ থেকে উদাসীন। এর কারণ, মানুষ এর চিন্তা খুব কমই করে এবং মৃত্যুকে স্মরণ করে না। কেউ স্মরণ করলেও মুক্ত মনে করে না; বরং নানা কামনা-বাসনায় তাদের মন তখন পরিপূর্ণ থাকে। ফলে, মৃত্যুর স্মরণ অন্তরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। মৃত্যুকে স্মরণ করার পদ্ধতি এটাই, অন্তরকে মৃত্যুর স্মরণ ব্যতীত সবকিছু থেকে মুক্ত করে নিতে হবে; যেমন কোন মুসাফির জাহাজযোগে সমুদ্র ভ্রমণ করতে চাইলে সে ভ্রমণ ব্যতীত অন্য কিছুই আর চিন্তা করে না। এভাবেই মৃত্যুর স্মরণ অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মৃত্যুকষ্ট উপদেশস্বরূপ

হযরত হাসান (রা) বলেন : হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেন : মৃত্যুকষ্ট তলোয়ারের তিনশ আঘাত সমতুল্য। তিনি আরো বলেছেন : মৃত্যুকষ্ট আমার উম্মতের জন্য উপদেশস্বরূপ।

পাঁচটি বিষয়কে পাঁচটির পূর্ব গনীমত মনে করো

হযরত মায়মুন বিন মাহরান (রহ) থেকে বর্ণিত, হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেন : পাঁচটি বিষয়কে তোমরা অন্য পাঁচটির পূর্বে গনীমত মনে করো। যথা:

১. বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকালকে।

২. অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে।

৩. ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়কে।

৪. দরিদ্রতার পূর্বে সম্পদশালিতাকে। এবং

৫. মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে।

যৌবনকাল তথা শক্তি-সামর্থ্য থাকা অবস্থায় যতটুকু ইবাদত ও মেহনত করা যায়, বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পর তা কল্পনা করাও অসম্ভব। দ্বিতীয়ত যৌবনকালে যখন গুনাহের কাজ ও অলসতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পর তা দূর করা খুবই কঠিন। সুস্থতার সময়টা বড়ই মূল্যবান। অসুস্থ হলে পরে তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যায়। তাই সুস্থতার সময়কে নষ্ট করা অত্যন্ত ক্ষতিকর।

রাত হলো অবসর সময়। সুতরাং রাতের অবসর সময়টুকু যদি কেউ যিকির-আযকার ও ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত না হয়ে নষ্ট করে দেয়, তাহলে দিনের বেলায় পার্থিব শত ঝামেলার মধ্যে ইবাদত-বন্দেগী করার আর সময় পাওয়া যায় না। তাই রাতের বেলা ইবাদত-বন্দেগী করা চাই। বিশেষ করে শীতকালীন রাতে।

শীতকাল মুমিনের জন্য গনীমত সমতুল্য

হযরত মুহাম্মদ (সা) ইরশাদ করেন : শীতকাল মুমিনের জন্য গনীমত সমতুল্য। কারণ, এসময় রাত লম্বা হয়। তাতে সে ইবাদত-বন্দেগী করে। আর দিন হয় ছোট, তাতে সে রোযা রাখে। উল্লেখ্য, শীতকালে রাতে ইবাদত করা এবং দিনে রোযা রাখা অতি সহজ।

হযরত মুহাম্মদ (সা) আরো বলেন : (শীতকালে) রাত লম্বা হয়। সুতরাং ঘুমিয়ে তা ছোট করো না। আর দিন উজ্জ্বল হয়, সুতরাং গুনাহ দ্বারা তা অন্ধকার করো না।

আল্লাহ্পাক তোমাকে যা কিছু দিয়েছেন তাতে ধৈর্য ধারণ করো এবং সন্তুষ্ট থাক। আর যদি ধৈর্য ও সন্তুষ্টি অর্জিত হয়ে থাকে ,তাহলে তা গনীমত মনে করো। এবং আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করো। অন্যের ধন-সম্পদের প্রতি

লোভ করো না। জীবিত অবস্থায় মানুষ সর্বপ্রকার আমল করতে পারে। কিন্তু মৃত্যুর পর কোন কিছুরই ক্ষমতা রাখে না। এ কারণেই জীবনকে গনীমত মনে করে যা কিছু করার করে নাও।

কবর বেহেশ্‌তের বাগান বা জাহান্নামের গর্ত

হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেন : (মুমিনের জন্য) কবর হবে বেহেশ্‌তের উদ্যান। অথবা (কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকের জন্য হবে) জাহান্নামের গর্ত। সুতরাং তোমরা মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ কর, যা তোমাদের কু-প্রবৃত্তির ওপর পানি ছিটা দেয়। অর্থাৎ দমন করে রাখে।

মৃত্যুর উপমা

হযরত উমর ফারুক (রা) হযরত কা'ব (রা) কে বললেন : মৃত্যু হলো কাঁটাযুক্ত গাছের ন্যায়। যা মানুষের পেটে ঢুকানো হবে। তার কাঁটাগুলো মানুষের শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়বে। তারপর কোন শক্তিশালী ব্যক্তি তা টানতে থাকবে। আর সেই বৃক্ষটি চামড়া গোশ্‌ত কেটে চিড়ে বের হয়ে আসবে। এটাই মৃত্যুর অবস্থা।

তিনটি বিষয় ভুলা উচিত নয়

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন : তিনটি বিষয় কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্যে ভুলা উচিত নয়। যথা : ১. দুনিয়া ও তা ধ্বংস হওয়া। ২. মৃত্যু। এবং ৩.ঐ সকল বিপদাপদ যা থেকে মানুষের নিরাপত্তা নেই।

চারটি বিষয়ের মূল্য চার ব্যক্তিই বুঝতে পারে

১. যৌবনের মূল্য যৌবনহারা বুড়োই বুঝতে পারে। ২. শান্তি ও নিরাপত্তার মূল্য বিপদগ্রস্তই বুঝতে পারে। ৩. সুস্থতার মূল্য অসুস্থ ব্যক্তিই বুঝতে পারে। এবং ৪. জীবনের মূল্য মৃত ব্যক্তিই বুঝতে পারে।

মৃত্যুর হাকীকত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন : আমার পিতা (আমর ইবনুল আস) প্রায়ই একথা বলতেন যে, ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আমি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত, যার ওপর মৃত্যুর আলামত প্রকাশ হচ্ছে। এবং তার হুঁশ ও অনুভূতিও আছে। বাকশক্তিও রহিত হয়নি। এতদ্‌সত্ত্বেও সে কেন মৃত্যুর অবস্থা বর্ণনা করে না? ঘটনাচক্রে তাঁর প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত প্রায়, তখনো তার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পায়নি। বাকশক্তিও ছিল তাঁর ভালই। এমনি মুহূর্তে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস

করলাম : আপনার বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়ে কোন ব্যক্তি মৃত্যুর অবস্থা বর্ণনা না করলে আপনি তার প্রতি আশ্চর্যান্বিত হতেন। অতএব আপনি আজ মৃত্যুর অবস্থা বর্ণনা করে কিছু বলুন।

তখন হযরত আমর ইবনুল আস (রা) বললেন : আদরের সন্তান আমার, মৃত্যুর অবস্থা পুরোপুরি বর্ণনা করা তো আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়, তবু আমি কিছু বলছি, শুন।

আল্লাহর কসম! আমার মনে হচ্ছে যে, আমার কাঁধের ওপর কোন পাহাড় রেখে দেওয়া হয়েছে। আমার আত্মা যেন সূঁচের ছিদ্র দিয়ে বের করা হচ্ছে। আমার পেট যেন কাঁটায় পরিপূর্ণ। এমন মনে হচ্ছে যেন, আকাশ ও যমীন একত্রে মিলে গেছে। আর এই দুয়ের মাঝে পড়ে আমি পিষ্ট হচ্ছি।

কথা ও কাজের পার্থক্য

হযরত শাকীক ইবনে ইবরাহীম (রহ) বলেন : চারটি কথা মানুষ মুখে মুখে বলে, কিন্তু কাজ করে এর বিপরীত। যথা :

(১) প্রতিটি মানুষই বলে : আমি আল্লাহপাকের গোলাম। কিন্তু তার কাজকর্ম দেখে মনে হয় যে, সে কারো গোলাম নয় এবং তার কোন মালিক নেই।

(২) প্রতিটি মানুষই বলে : আল্লাহপাক রাযযাক; সকলের অন্নদাতা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুনিয়া ও ধন-সম্পদ ছাড়া তার অন্তর কখনো শান্ত হয় না।

(৩) প্রতিটি মানুষই একথা জানে এবং বলে : আখেরাত দুনিয়ার চেয়ে উত্তম। তবু সে দুনিয়ার ধন-সম্পদ উপার্জনে দিন-রাত সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে। এমনকি সে বৈধ-অবৈধের প্রতিও লক্ষ্য রাখে না। আরো বলে : মৃত্যু অবশ্যই উপস্থিত হবে। কিন্তু তার কাজকর্ম দেখে মনে হয় যে, সে কখনো মৃত্যু বরণ করবে না।

তিনটি বিষয় বড়ই আশ্চর্যজনক

হযরত আবু যর (রা) বলেন : তিনটি বিষয়ের ওপর আমার বড়ই আশ্চর্যবোধ হয়। শুধু তাই নয়, বরং হাসিও আসে। আর অন্য তিনটি বিষয়ের ওপর এতই চিন্তিত হই যে, কান্না এসে যায়। আশ্চর্যের তিনটি বিষয় হলো :

(১) মৃত্যু সারাক্ষণ পিছনে পিছনে লেগে থাকার পরও যে দুনিয়ার পিছনে ঘুরে। অর্থাৎ নিজের কু-প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা চরিতার্থেই যে ব্যস্ত, কিন্তু মৃত্যুর কোন চিন্তা করে না।)

(২) কিয়ামত সামনে থাকার পরেও যে গাফেল : উদাসীন। অর্থাৎ কিয়ামতে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণে উদাসীন।

(৩) মুখ ভরে যে অট্টহাসি হাসে। অথচ তার জানা নেই যে, আল্লাহপাক কি তার প্রতি সন্তুষ্ট আছে না অসন্তুষ্ট?

আর চিন্তার ফলে কান্না আসে : এমন তিনটি বিষয় হলো :

(১) প্রিয় মানুষ অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া।

(২) মৃত্যু। কারণ, ঈমানের সাথে মৃত্যু হবে কি না তা তো এখনো জানা যায়নি!

(৩) হাশরের ময়দানে আল্লাহপাকের সামনে দাঁড়ানো। কারণ, জানা নেই,সেই দিন আমার বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত হয় ; বেহেশ্‌তের নাকি দোযখের?

মৃত্যু মোটা হতে দেয় না

হযরত মুহাম্মদ (সা) ইরশাদ করেন : মৃত্যু সম্পর্কে তোমরা যতটুকু জান, যদি প্রাণীকুল ততটুকু জানতো, তাহলে কখনো মোটা পশুর গোশ্‌ত তোমাদের ভাগ্যে জুটতো না।

মৃত্যু স্মরণ রাখা না রাখার ফল

হযরত হামিদ আল-লিফাফ (রহ) বলেন : যে ব্যক্তি মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করে, তাকে তিনটি বিষয়ে সম্মানিত করা হয়। যথা :

১. দ্রুত তাওবা করার তাওফীক হয়।

২. আল্লাহপাক যা কিছু দান করেছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকা নসীব হয়।

৩. ইবাদতে একনিষ্ঠতা অর্জিত হয়।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মৃত্যুর কথা ভুলে যায়, তাকে তিনটি বিষয়ে শাস্তি দেওয়া হয়। যথা : ১. তাড়াতাড়ি তাওবা করার তাওফীক হয় না। ২. জীবিকার ওপর সন্তুষ্ট থাকা নসীব হয় না। ৩. ইবাদতে অলসতার সৃষ্টি হয়।

মৃত্যুর স্বাদ অত্যন্ত তিক্ত

জনৈক ব্যক্তি হযরত ঈসা (আ) কে বললো : আপনি তো সদ্য মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করেন। তা আমরা দেখেছি। কিন্তু এবার কোন পুরানো মৃতকে জীবিত করে দেখান। হযরত ঈসা (আ) তখন হযরত সাম বিন নূহ (আ) কে আল্লাহপাকের হুকুমে জীবিত করলেন। কবর থেকে ওঠার সময় তার মাথার চুল

ও দাড়ি সাদা ছিল। তাই হযরত ঈসা (আ) জিজ্ঞেস করলেন : হযরত! আপনার চুল-দাড়ি সাদা কেন? আপনার যুগে তো আমরা জানি কোন বার্ধক্যই ছিল না। জবাবে হযরত সাম বিন নূহ (আ) বললেন : আমি যখন মৃত্যুর শব্দ শুনলাম, তখন আমার ধারণা হয়েছিল যে, মনে হয় কিয়ামত সংঘটিত হয়ে গেছে। এই ভয়ের কারণেই আমার চুল-দাড়ি সাদা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ) জিজ্ঞেস করলেন : আপনার মৃত্যু কখন হয়েছিল? জবাবে তিনি বললেন : চার হাজার বছর আগে। অথচ এখনো মৃত্যুর তিক্ততা শেষ হয়নি।

চারটি গুরুত্বপূর্ণ কথা

হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রহ) কে কেউ বললো : যদি আপনি মজলিসে উপস্থিত থাকেন, তাহলে আমাদের উপকার হয়। ধর্মীয় কথা-বার্তা শুনার সুযোগ হয়। তখন হযরত ইবরাহীম (রহ) বললেন : আমি চারটি কাজে ব্যস্ত থাকি। যদি তা হতে অবসর পাই তাহলে মজলিসে উপস্থিত হব। সময় বেশি দেব। লোকটি তখন জিজ্ঞেস করলো, হযরত যে চারটি কাজে ব্যস্ত থাকেন,ঐ চারটি কাজ কী কী? জবাবে তিনি বললেন :

(১) প্রথম চিন্তা তো এই যে,আল্লাহ তা'আলা প্রতিশ্রুতি গ্রহণের দিন (য়াওমে মীছাক) বান্দাদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণের সময় কিছু লোকের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন : এসব লোক বেহেশ্তী। এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমার কোন উৎকণ্ঠা নেই। অন্য কিছু লোকের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন : এসব লোক দোযখী। এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারেও আমার কোন উৎকণ্ঠা নেই। কিন্তু আমার তো জানা নেই যে, তখন আমি কোন দলে ছিলাম?

(২) মায়ের গর্ভে শিশুর ভেতরে রূহ ফুঁকে দেওয়ার সময় ফেরেশ্তা জিজ্ঞেস করেন : হে আল্লাহ! তাকে কী খোশনসীব লেখা হবে না বদনসীব? এরপর আল্লাহপাকের নির্দেশ অনুযায়ী ফেরেশ্তা তা লেখেন। কিন্তু আমার তো জানা নেই যে, আমার ভাগ্যে তখন কী লেখা হয়েছে।

(৩) মালাকুল মওত বা মৃত্যু দানকারী ফেরেশ্তা রূহ বের করার সময় আল্লাহপাকের নিকট জিজ্ঞেস করেন যে, হে আল্লাহ! তাকে কি মুসলমানদের সাথে রাখা হবে না কাফেরদের সাথে? কিন্তু আমার তো জানা নেই যে, আল্লাহপাক তখন আমার বিষয়ে কী নির্দেশ দেন।

(৪) আল্লাহপাক ইরশাদ করেন : হে পাপিষ্ঠের দল! আজ তোরা পৃথক হয়ে যা। এই আয়াত নিয়ে আমি খুবই চিন্তিত। কারণ, আমার তো জানা নেই যে, আমি তখন সেই পাপিষ্ঠ দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই কি না।

নেককার লোকের মৃত্যু কিভাবে হয়?

হযরত বারা'য়া ইবনে আযিব (রা) বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ (স:) এর সাথে জনৈক আনসারীর জানাযা পড়তে কবরস্থানে গিয়েছিলাম। সেখানে পৌঁছে দেখলাম তখনও লহদ বা কবর খনন করা হয়নি। এ কারণে নবী করীম (স:) সেখানে বসলেন, আমরাও তাঁর চতুর্দিকে আদবের সাথে এমনভাবে বসলাম, যেন আমাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে। রাসূলুল্লাহ (স:)-এর হাতে একখানা লাঠি ছিল, তা দ্বারা তিনি চিন্তাযুক্ত মানুষের ন্যায় মাটি খুঁড়ছিলেন। নবী করীম (স:) স্বীয় মাথা মোবারক উঠিয়ে বললেন : কবরের শাস্তি হতে আল্লাহ তাআ'লার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। এ কথা তিনি দু' বা তিন বার বললেন। অত:পর বললেন : মুমিন বান্দা যখন দুনিয়া থেকে পরকাল অভিমুখী হয়, তখন আকাশ হতে তার কাছে ফেরেশতার আগমন ঘটে, যাদের চেহারা সূর্যের ন্যায় সমুজ্জল। তাদের সাথে থাকে জান্নাতের কাফন ও সুঘ্রাণ। এ ফেরেশতাগণ মুমূর্ষ ব্যক্তির দৃষ্টির শেষ প্রান্তে গিয়ে বসে। অত:পর মালাকুল মউত ফেরেশতার আগমন হয় এবং সে এসে মুমূর্ষ ব্যক্তির শিয়রে বসে বলে, হে পবিত্র আত্মা! আল্লাহ তাআ'লার ক্ষমা ও মাগফেরাত এবং তার সন্তুষ্টির দিকে দেহ থেকে বের হয়ে এসো। তখন মুমিন ব্যক্তির আত্মা খুব সহজে এমনভাবে দেহ থেকে বের হয়, যেমন কলসী থেকে পানি প্রবাহিত হয়ে বেরিয়ে আসে। অনন্তর মালাকুল মউত তা বরণ করে নেন। অত:পর মালাকুল মউত হাতে নেয়ার পর তিনি তা দূরে অপেক্ষমান অন্যান্য ফেরেশতাদের হাতে ছেড়ে দিতে না দিতেই মুহূর্তের মধ্যে তারা সে আত্মাকে জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধীতে জড়িয়ে আসমানের দিকে চলে যান। সে সুঘ্রাণ সম্পর্কে নবী করীম (স:) বলেন, পার্থিব জগতে সবচেয়ে উত্তম সুগন্ধি হচ্ছে মেশক, তাদের সাথে আনীত সুঘ্রাণও মেশকের মতই উত্তম।

অনন্তর নবী করীম (স:) বললেন : অত:পর সে আত্মা নিয়ে ফেরেশতাগণ উর্ধ্ব গগন পানে চলতে থাকেন। তারা অন্যান্য যেসব ফেরেশতার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করেন, তারা জিজ্ঞেস করেন, এ পবিত্রত্মা কার? প্রত্যুত্তরে তারা দুনিয়ায় উচ্চারিত তার সুন্দর নাম উল্লেখ করে বলেন, এ অমুকের পুত্র অমুকের আত্মা। এভাবে তাঁরা প্রথম আকাশে পৌঁছলে প্রথম আকাশের দুয়ার খুলে দেয়া হয়। অত:পর তাঁরা এ আত্মাকে নিয়ে আরো উর্ধ্ব মার্গে যেতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তারা পর্যায়ক্রমে সপ্তম আকাশে পৌঁছেন। এ সময় প্রত্যেক আকাশের প্রহরী ফেরেশতাগণ অন্য আকাশ পর্যন্ত এ আত্মাকে বিদায় অভিনন্দন জানান। সপ্তম আকাশে উপনীত হলে আল্লাহ তাআ'লা বলেন– "আমার এ বান্দার নাম ইল্লিনের

দফতরে লিপিবদ্ধ কর এবং তাকে পুণরায় পৃথিবীতে নিয়ে যাও। কেননা আমি মাটি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং সে মাটিতেই তাকে ফিরিয়ে দেব, আর সে মাটি থেকেই তাকে দ্বিতীয়বার উত্থিত করব।" অত:পর আত্মাকে তার দেহ অবয়বে রাখা হয়। তারপর তার কাছে দু'জন ফেরেশতার আগমন ঘটে।

তাঁরা তাকে উঠিয়ে বসান এবং জিজ্ঞেস করেন, তোমার প্রভূ কে ? সে বলে, আল্লাহ তাআ'লা আমার প্রতিপালক। অত:পর জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার ধর্ম কি ? সে বলে, আমার ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, এ ব্যক্তি কে, যাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল ? প্রত্যুত্তরে সে বলে, ইনি আল্লাহ্ তাআ'লার রাসূল। অত:পর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার আমল কি? সে বলে, আমি আল্লাহ তাআ'লার কিতাব পাঠ করেছি, আর তা বিশ্বাস ও সত্যারোপ করেছি।

এরপর আকাশ হতে একজন ঘোষক এ ঘোষণা দেন, (আসলে যা আল্লাহর ঘোষণা) "আমার বান্দা সত্য বলেছে, সুতরাং তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জান্নাতের কাপড় পরিধান করাও এবং তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা উন্মুক্ত করে দাও।"

অত:পর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দেয়া হয়। সে দরজা পথে জান্নাতের সুঘ্রাণ এসে তার কাছে পৌছে। আর দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত তাঁর কবরকে প্রশস্ত করা হয়। এরপর খুব সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট, উত্তম পোষাক পরিহিত এবং পবিত্র ও সুঘ্রাণ মাখা এক ব্যক্তি তার কাছে এসে বলেন : তুমি সুখ, আনন্দ এবং প্রশান্তির বিষয়ে সুসংবাদ গ্রহণ কর। এ হচ্ছে সে দিন যেদিনের আগমন সম্পর্কে তোমাকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। মুমিন ব্যক্তি তখন জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে? বাস্তবিকই তোমার চেহারা খুবই সুন্দর এবং উত্তম চেহারা বলার যোগ্য। প্রত্যুত্তরে সে বলে : আমি তোমার পুণ্যময় কর্ম। তখন মুমিন ব্যক্তি আনন্দচিত্তে বলে, হে আমার প্রতিপালক! কেয়ামত কায়েম করুন। হে আমার প্রতিপালক! কেয়ামত কায়েম করুন, যাতে আমি আমার পরিবার পরিজন ও সম্পদের সাথে মিলিত হতে পারি।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওফাত

আল্লাহ তা'আলার কাছে হযরত মুহাম্মদ (সা)-ই ছিলেন বুযুর্গতম ব্যক্তি। মহত্ত্বে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। কেননা, তিনিই ছিলেন একাধারে তাঁর খলীল, হাবীব, মনোনীত রাসূল, নবী। এতদসত্ত্বেও যখন তাঁর জীবনকাল পূর্ণ হল, তখন ওফাতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হল না; বরং অন্তিম মুহূর্তে আল্লাহ

তা'আলা তাঁর কাছে মনোনীত ফেরেশতাগণকে পাঠালেন, যাঁরা অত্যন্ত দ্রুততা সহকারে তাঁর পবিত্র আত্মাকে পবিত্র দেহপিঞ্জর থেকে অপসারিত করে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে পৌঁছে দিলেন। এরপরও রূহ কবয করার সময় তাঁর অত্যন্ত কষ্ট হয়। মুখ দিয়ে "আহ" নির্গত হয়। উপর্যুপরি অস্থিরতা দেখা দেয়। রং বদলে যায় এবং কপাল ঘর্মাক্ত হয়।

তাঁর এ অবস্থা দেখে উপস্থিত সবাই মর্মবেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়ে। নবুওয়তের পদমর্যাদা এখানে তাকদীরকে টলাতে পারেনি এবং তাঁর পরিবারের ব্যথা ও বেদনার প্রতি লক্ষ্য করেনি। অথচ তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে "মকামে মাহমুদ" ও হাউযে কাওসারের অধিকারী ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম কবর থেকে পুনরুত্থিত হবেন এবং তিনিই কিয়ামতের মাঠে অপরাধীদের পক্ষে সুপারিশ করার জন্য মুখ খুলবেন। আশ্চর্যের বিষয়, আমরা সাইয়েদুল মুরসালীন, ইমামুল মুত্তাকীন ও হাবীবে রাব্বিল আলামীনের ওফাতদশা থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করি না এবং যে অবস্থা আমাদের হবে, তা বিশ্বাস করি না; বরং আমরা কামনা-বাসনা ও পাপাচারের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকি।

সম্ভবত আমরা মনে করি, আমরা চিরকাল পৃথিবীতে বেঁচে থাকব বা কুকর্ম সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার কাছে আমরা বড়। কিন্তু তা সত্য নয়। আমরা বরং নিশ্চিতরূপে জানি, সবাই জাহান্নামে নিপতিত হব। কিন্তু যারা পরহেযগার ও সৎকর্মপরায়ণ, তাঁরাই কেবল জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই জাহান্নাম অতিক্রম করবে। এটা তোমার রবের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। এরপর আমি সাবধানীদেরকে উদ্ধার করব এবং যালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেব।"

অতএব, প্রত্যেকের উচিত নিজের সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা, সে যালেমদের নিকটবর্তী, না পরহেযগারদের নিকটবর্তী?

পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের জীবন চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তাঁরা সদা সর্বদা ভীত থাকতেন। হযরত মুহাম্মদ (সা)ও নিজের ওফাত সম্পর্কে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। অথচ তিনি ছিলেন সাইয়েদুল মুরসালীন। দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় কি কষ্টই না তিনি পেয়েছেন! হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন : আমরা উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর ঘরে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ওফাতের সময় উপস্থিত হলাম।

তিনি অশ্রুসজল নেত্রে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেন : তোমরা এসেছ? খুব ভাল হয়েছে! আল্লাহ তোমাদেরকে জীবিত রাখুন, আশ্রয় দিন এবং সাহায্য

করুন। আমি তোমাদেরকে তাকওয়ার ওসিয়ত করছি। তোমরা আমার পক্ষ থেকে নিজেকে এবং তোমাদের পরে যারা এই দ্বীনে দাখিল হবে, তাদেরকে সালাম বলো।

বর্ণিত রয়েছে, ওফাতের সময় হযরত মুহাম্মদ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞেস করেন : আমার পর আমার উম্মতের কান্ডারী কে হবে? আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলের কাছে ওহী পাঠালেন, আমার হাবীবকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও, উম্মতের ব্যাপারে আমি তাঁকে লাঞ্ছিত করব না। যারা কবর থেকে উত্থিত হবে, তাদের মধ্যে আমার হাবীব হবে প্রথম। সবাই সমবেত হলে তিনিই হবেন তাদের নেতা। তাঁর উম্মত জান্নাতে না যাওয়া পর্যন্ত অন্য উম্মতের জান্নাতে যাওয়া হারাম হবে। এ সুসংবাদ শুনে হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেন : এবার আমার চোখ জুড়িয়েছে।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন : অসুস্থ অবস্থায় হযরত মুহাম্মদ (সা) আমাদেরকে বলেন : সাতটি কূপ থেকে সাত মশক পানি আনিয়ে আমাকে গোসল করাও। আমরা তাই করলাম। এতে তিনি কিছুটা স্বস্থি বোধ করলেন। এরপর তিনি নামায পড়লেন, উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের জন্যে মাগফিরাতের দোয়া করলেন এবং আনসারদের সম্পর্কে ওসিয়ত করলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি ইরশাদ করলেন হে মুহাজিরগণ! তোমরা সংখ্যায় ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছ। কিন্তু আনসারদের সংখ্যা আর বাড়বে না। তাঁরা আমার বিশেষ আপন।

আমি তাঁদের মধ্যে এসে জায়গা নিয়েছি। তাঁদের মধ্যে যাঁরা সৎকর্মপরায়ণ, তাঁদের সম্মান করবে আর কুকর্মীদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা করবে। এরপর বলেন : এক বান্দাকে দুনিয়া এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকটস্থ্ বস্তুর মধ্যে থেকে যে কোন একটি বেছে নেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। সে আল্লাহর নিকটস্থ্ বস্তুকেই পছন্দ করেছে। একথা শুনে হযরত আবুবকর (রা) কাঁদলেন এবং বুঝে নিলেন যে, তিনি নিজের অবস্থাই বর্ণনা করছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁকে শান্ত করার জন্যে বলেন : আবুবকর! শক্ত হও, ঘাবড়িয়ো না। যে সব দরজা মসজিদের দিকে খুলে, সেগুলো সব বন্ধ করে দিও; কিন্তু আবুবকরের দরজা বন্ধ করবে না। আমি আবুবকর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাউকে জানি না।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন : এরপর রাসূল আকরাম (স)-এর পবিত্র রূহ আমারই ঘরে আমারই পালার দিনে এবং আমারই কোলে দেহপিঞ্জর ত্যাগ করে উর্ধ্বজগতের দিকে গমন করে। ওফাতের সময় আল্লাহ্ তা'আলা আমার লালা ও তাঁর লালা একত্রিত করে দেন। আমার ভাই আবদুর রহমান তখন একটি মিসওয়াক হাতে নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হয়।

হযরত মুহাম্মদ (সা) মিসওয়াকটির দিকে অনিমেষ নেত্রে তাকিয়ে রইলেন। আমি বুঝলাম, এটি তাঁর খুব ভাল লাগছে। তাই জিজ্ঞেস করলাম : মিসওয়াকটি আপনাকে দেব কি? তিনি মাথার ইশারায় সম্মতি প্রকাশ করলে আমি সেটি তাঁর হাতে দিলাম। তিনি মুখে দিতেই তিক্ততা অনুভব করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম : নরম করে দেব কি? তিনি মাথার ইশারায় বলেন : হ্যাঁ। সেমতে আমি সেটি চিবিয়ে নরম করে দিলাম। এভাবে জীবনের শেষ মুহূর্তে আমার লালা ও তাঁর লালা একত্রিত হয়ে যায়।

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সামনে একটি পেয়ালায় পানি রাখা ছিল। তিনি পানিতে হাত রেখে বলতেন, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-মৃত্যু বড় কঠিন। এরপর তিনি হাত উপরে তুলে বললেন : রফীকে আ'লা, রফীকে আ'লা। তখন আমি মনে মনে বললাম : আল্লাহর কসম, এখন তিনি আমাদেরকে অপছন্দ করবেন।

হযরত সাঈদ ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, আনসাররা যখন দেখল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শারীরীক অবস্থা ক্রমান্বয়ে অবনতির দিকে, তখন তাঁরা মসজিদে নববীর আশেপাশে জমায়েত হল। হযরত আব্বাস (রা) হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে গিয়ে বললেন : লোকজন সমবেত হয়েছে। তারা ভয় করছে! এরপর হযরত ফযল গেলেন এবং একই কথা বললেন। হযরত আলীও সেখানে পৌঁছে একই কথা বললেন। তিনি বাহু প্রসারিত করে বলেন : ধর আমার হাত। তাঁরা হাত ধরলে তিনি জিজ্ঞেস করেন : লোকেরা কি বলাবলি করছে? তাঁরা বলল : লোকেরা আপনার মৃত্যুর ব্যাপারে ভয় পাচ্ছে। পুরুষরা আপনার কাছে জমায়েত হয়েছে দেখে মহিলারা আর্তনাদ করতে শুরু করেছে। রসূল (স) উঠলেন এবং হযরত আলী ও হযরত ফযলের সাহায্যে বাইরে এলেন। হযরত আব্বাস (রা) আগে আগে ছিলেন। তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল। তিনি হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে পা ফেলছিলেন। এরপর তিনি মিম্বরের নীচের সোপানে বসে গেলেন। জনতা তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার পর ইরশাদ করলেন : হে মুসলমানগণ! আমি শুনেছি তোমরা আমার মৃত্যুর ব্যাপারে ভয় পাচ্ছ। মনে হয় তোমরা মৃত্যুকে ঘৃণা করছ। আমি কি এর আগে আমার মৃত্যু সম্পর্কে তোমাদেরকে খবর দেইনি? আমার পূর্বে যে সকল নবী রাসূল প্রেরিত হয়েছিলেন, তাঁদের কেউ মৃত্যুর কবল থেকে বেঁচে গেছেন কি? না তোমাদের মধ্যে কেউ অমর হয়েছে? শুন, আমি আমার প্রভুর সাথে মিলিত হব।

তোমরাও তাঁর সাথে মিলিত হবে। আমি তোমাদেরকে ওসিয়ত করছি, যারা পূর্বে হিযরত করে এখানে এসেছে, তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। আমি

মুহাজিরদেরকে পারস্পরিক সদ্ভাব বজায় রেখে চলার ওসিয়ত করছি। কেননা, আল্লাহ্ বলেন : "মহাকালের কসম, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ; কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং পরস্পরকে সত্য ও সবরের উপদেশ প্রদান করে।"

সকল কাজই আল্লাহর আদেশে সংঘটিত হয়। কাজেই কোন ব্যাপারে বিলম্বের কারণে তোমরা তাতে জায়েয হওয়ার আবেদন করবে না। কেননা, কারও তাড়াহুড়ার কারণে আল্লাহ্ তাড়াহুড়া করেন না। যে আল্লাহ্র উপর প্রবল হতে চাইবে, আল্লাহ্ তাকে পরাভূত করবেন। তিনি স্বয়ং বলেছেন : ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন বিচ্ছিন্ন করবে।

আনসারদের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে সদাচরণের ওসিয়ত করছি। কারণ, তাঁরা তোমাদের পূর্বে মদীনায় বসবাস ও খাঁটি ঈমান অর্জন করেছে। তাঁরা নিজেদের অর্ধেক ফসল তোমাদেরকে দান করেছে। নিজেদের অভাব-অনটন সত্ত্বেও তোমাদেরকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। মনে রেখ, যদি তোমাদের কেউ দু'ব্যক্তির উপরও শাসনক্ষমতা লাভ করে, তাহলে তাঁদের সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি যা দেয়, তা যেন সে কবুল করে এবং কেউ অন্যায় করলে তাকে যেন মার্জনা করে। তাদের উপর নিজেকে যেন অগ্রাধিকার না দেয়। জেনে রেখ, তোমাদের সাক্ষী আমি। তোমরা আমার সাথে মিলিত হবে। সাবধান! তোমাদের প্রতিশ্রুত স্থান হাউযে কাওসার। আমার এই হাউয সিরিয়া, বসরা ও ইয়ামনের চেয়েও প্রশস্ত। এর একটি প্রণালীর পানি দুধের চেয়েও সাদা, ফেনার চেয়েও নরম এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি। কেউ একবার এ পানি পান করলে সে কখনও পিপাসিত হবে না।

এর কংকর মোতি ও মৃত্তিকা মেশক। কিয়ামতে কেউ এ থেকে বঞ্চিত থাকলে সে যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকবে। শুন, যে ব্যক্তি কাল আমার কাছে এ হাউযে মিলিত হতে চায়, সে যেন নিজের জিহ্বা ও হাতকে সংযত রাখে এবং এগুলোকে যোগ্য কাজেই ব্যবহার করে। এরপর হযরত আব্বাস (রা) আরয করলেন : ইয়া রসূলাল্লাহ, কোরাইশদের সম্পর্কে মুসলমানদের কিছু উপদেশ দিন। তিনি বলেন : কোরাইশকে খেলাফতের ওসিয়ত করছি। মানুষ কোরাইশদের অনুগামী। সৎব্যক্তি তাদের সৎব্যক্তির অনুগামী এবং অসৎ লোক তাদের অসৎ লোকের অনুগামী।

সুতরাং হে কোরাইশগণ! মানুষকে কল্যাণের কথা বলতে থাকবে। গোনাহ নিয়ামতকে পাল্টে দেয় এবং চরিত্রকে ধ্বংস করে। যখন জনগণ সৎকর্ম করবে,

তখন তাদের শাসকও সৎকর্ম করবে। আর জনগণ কুকর্মী হলে তাদের শাসকও তাদের প্রতি দয়াপরবশ হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : এমনিভাবে মানুষের কৃতকর্মের কারণে আমি কতক জালেমকে কতকের শাসক করে দেই।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, হযরত মুহাম্মদ (সা) হযরত আবু বকর (রা)-কে বললেন : কিছু জিজ্ঞেস করে নাও। তিনি আরয করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! মৃত্যু কি নিকটবর্তী? তিনি বলেন : হ্যাঁ, নিকটবর্তী। হযরত আবুবকর বললেন : হে আল্লাহ্র নবী! আল্লাহ্র নিকটস্থ বস্তু আপনার জন্যে মোবারক হোক।

আমরা যদি জানতাম আপনি কোথায় যাবেন! তিনি বললেন : আল্লাহ্র দিকে, সিদরাতুল মুনতাহার দিকে, এরপর জান্নাতে যাওয়া, জান্নাতে ফিরদাউসে আ'লা, রফীকে আ'লা, চিরন্তন জীবন ও সুমধুর আয়েশের দিকে। হযরত আবু বকর (রা) আরয করলেন : আপনাকে গোসল কে দেবে? তিনি বলেন : আমার পরিবারের নিকটতম পুরুষ, এরপর যে একটু দূরের। প্রশ্ন করা হল : আপনার কাফন কি হবে? তিনি বলেন : আমার এসব কাপড় দিয়েই কাফন দেবে, ইয়ামনী জোড়া এবং মিসরীয় চাদর। আপনার জানাযার নামায আমরা কিভাবে পড়ব, এ প্রশ্নটি করেই হযরত আবু বকর (রা) কাঁদতে লাগলেন। আমরাও তাঁর সাথে কাঁদতে লাগলাম। হযরত মুহাম্মদ (সা) নিজেও কেঁদে বলেন : ব্যাস কর। আল্লাহ্ তোমাদের মাগফিরাত করুন এবং তোমাদের নবীর বিনিময়ে তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

তোমরা যখন আমাকে কাফন পরিয়ে দেবে, তখন খাট আমার এ কক্ষেই আমার কবরের পার্শ্বে রেখে কিছুক্ষণের জন্যে তোমরা বাইরে চলে যাবে। সর্বপ্রথম যিনি আমার উপর বিশেষ করুণা বর্ষণ করবেন, তিনি হবেন, আমার রব। তিনি এবং তাঁর ফেরেশতাগণ তোমাদের প্রতি রহমত করতে থাকেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে আমার উপর নামায পড়ার অনুমতি দেবেন। সেমতে প্রথমে জিবরাঈল (আ) এসে নামায পড়বেন, এরপর মীকাঈল, এরপর ইসরাফীল, এরপর মালাকুল মওত, এরপর অবশিষ্ট সকল ফেরেশতা নামায পড়বে।

এরপর তোমরা ভিতরে এসে আমার জানাযা পড়বে। এক এক দল আলাদা আলাদা এসে নামায পড়বে। আমার প্রশংসা করে আমাকে কষ্ট দিবে না। চিৎকার করবে না এবং সজোরে কান্নাকাটি করবে না। প্রথমে ইমাম নামায শুরু করবে আমার পরিবারের নিকটতম লোকজনকে নিয়ে। তাদের পর যারা কিছু দূরের। পুরুষদের নামাযের পর মহিলারা, এরপর কিশোরদের দল আসবে।

হযরত আবু বকর (রা) জিজ্ঞেস করলেন : কবরে কে নামবে? উত্তর হল : আমার পরিবারের কয়েকজন নিকটতম লোক অনেক ফেরেশতাদের সাথে নামবে, যাঁদেরকে তোমরা দেখবে না; কিন্তু তাঁরা তোমাদেরকে দেখবেন। এখন আমার কাছ থেকে প্রস্থান কর এবং আমার পরবর্তী লোকদের ধর্মের কথাবার্তা শুনাও।

আবদুল্লাহ ইবনে রবীআ (রা) বলেন : অসুস্থতার সময় হযরত বেলাল (রা) একদিন নামায পড়ানোর জন্য বললে, হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেন : আবুবকরকে নামায পড়াতে বল। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন : আমি বাইরে এসে দরজার সামনে হযরত ওমর (রা)-কে কয়েকজন লোকসহ দেখতে পেলাম। তাঁদের মধ্যে হযরত আবুবকর (রা) ছিলেন না। আমি হযরত ওমর (রা)-কে বললাম : আপনি দাঁড়িয়ে নামায পড়ান। তিনি মসজিদে গমন করে নামাযের জন্যে "আল্লাহু আকবার" বলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) তার 'আল্লাহু আকবার' বলার শব্দ শুনতে পেয়ে বললেন : আবুবকর কোথায়? ওমরের ইমামতি আল্লাহ্ তা'আলা মানবেন না এবং মুসলমানরাও স্বীকার করবে না। এ বাক্যটি তিনবার বলার পর তিনি বলেন : আবুবকরকে বল নামায পড়াতে। হযরত আয়েশা (রা) আরয করলেন : ইয়া রসূলাল্লাহ! আবুবকর একজন কোমলহৃদয় মানুষ। আপনার জায়গায় দন্ডায়মান হলে তিনি কান্না সংবরণ করতে পারবেন না।

হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেন : তুমি হযরত ইউসুফ (আ)-এর সঙ্গিনী। আবুবকরকেই নামায পড়াতে বল। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ (রা) বলেন : হযরত ওমরের নামায পড়ানোর পর হযরত আবুবকর নামায পড়ালেন। এরপর হযরত ওমর আমাকে বলেন : হে রবীয়া তনয়! তুমি একি করলে? যদি আমার ধারণা না হত যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) তোমাকে আমার কথা বলে থাকবেন, তাহলে আমি কেবল তোমার কথায় নামায পড়াতাম না। আমি বললাম : তখন ইমামতির জন্যে আপনার চেয়ে উত্তম কোন ব্যক্তি আমার নজরে পড়েনি।

হযরত আয়েশা বললেন: আমি হযরত আবুবকরের পক্ষ থেকে যে ওযর পেশ করেছিলাম, এর কারণ এটাই ছিল, তিনি দুনিয়ার প্রতি আগ্রহী ছিলেন না। এছাড়া খেলাফতে অনেক বিপদাশংকাও রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ যাকে বাঁচিয়ে রাখেন, তাঁর কথা ভিন্ন। আর এ আশংকাও ছিল, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবদ্দশাতেই কেউ তাঁর জায়গায় নামায পড়াবে, তা হয়তো মুসলিম জনগণ পছন্দ করবে না। হযরত আবুবকর নামায পড়ালে মানুষ তাঁর প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠবে এবং তাঁকে অলক্ষুণে বলবে। কিন্তু তাই হয়, যা আল্লাহ্ চান। আল্লাহ্ তাঁকে দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় বিপদ থেকে হিফাযতে

রেখেছেন এবং আমি যেসব বিষয়ে আশংকা করছিলাম, সেগুলো থেকে পরিষ্কার বাঁচিয়ে রেখেছেন। হযরত আয়েশা (র) আরও বলেন : ওফাতে দিন সকালে সাহাবায়ে কিরাম হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে অনেকটা সুস্থ দেখতে পান।

এজন্যে সকলেই নিজ নিজ বাড়ি চলে গেলেন এবং আনন্দে কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। রাসূলে করীম (স)-এর কাছে কেবল মহিলারা রয়ে যায়। আমি তাঁর পবিত্র মাথা নিজের কোলে নিয়ে বসে রইলাম। সেদিন আমাদের যে আশা ও আনন্দ ছিল, তা এর আগে কোন দিন ছিল না। ইতিমধ্যে তিনি ইরশাদ করলেন : আমার কাছ থেকে বাইরে চলে যাও। এক ফেরেশতা আমার কাছে আসার অনুমতি চায়। মহিলারা বাইরে চলে যায়। যখন হযরত মুহাম্মদ (সা) উঠে বসলেন, তখন আমিও ঘরের এক কোণে চলে গেলাম। হযরত মুহাম্মদ (সা) দীর্ঘক্ষণ ধরে ফেরেশতার সাথে কানাকানি করলেন। এরপর আমাকে ডেকে নিজের মস্তক পুনরায় আমার কোলে তুলে দিলেন। মহিলাদেরকেও ভেতরে চলে আসতে বলেন। আমি আরয করলাম : এ মৃদু আওয়াজ তো জিবরাঈল (আ)-এর ছিল না? তিনি বলেন : তুমি ঠিক বলেছ : হে আয়েশা! সে মালাকুল মওত। আমার কাছে এসে বলেছে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে পাঠিয়েছে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে বিনাঅনুমতিতে আপনার কাছে আগমন না করি। আপনি অনুমতি না দিলে আমি চলে যাব। অনুমতি দিলে ভেতরে আসব।

আল্লাহ আরও নির্দেশ দিয়েছেন যেন আপনার কথা ছাড়া আপনার রূহ কবয না করি। এখন আপনি কি বলেন? আমি তাঁকে বলে দিয়েছি, জিবরাঈল (আ) না আসা পর্যন্ত তুমি আমার কাছ থেকে দূরে থাক। জিবরাঈলের আসার সময় হয়ে গেছে। হযরত আয়েশা বললেন: তিনি বিষয়টি এমনভাবে পেশ করলেন আমাদের কাছে, এর কোন উত্তর ছিল না। তাই আমরা চুপ করে রইলাম। এমন সময় মনে হল আমরা এক ভয়ংকর শব্দে হতবাক হয়ে গেছি। তাঁকে কিছুই বলতে পারছিলাম না। বিষয়টির ভয়ঙ্করতা ও আতংকের কারণে আমাদের বাকশক্তি রহিত হয়ে গিয়েছিল। আমাদের মন-মস্তিস্ক ভীতিগ্রস্থ হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই জিবরাঈল (আ) এসে সালাম করলেন।

আমি তাঁর মৃদু আওয়াজ চিনতে পারতাম। ঘরের সবাই বের হয়ে গেল। তিনি ভেতরে এলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে আরয করলেন : আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সালাম বলে জিজ্ঞেস করেছেন আপনি নিজেকে কেমন অনুভব করছেন? তিনি আপনার অবস্থা আপনার চেয়ে বেশি জানেন; কিন্তু তিনি আপনার মান-সম্মান ও গৌরবকে মানুষের উপর পূর্ণাঙ্গ করতে চান। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন : আমি নিজেকে বেদনাক্লিষ্ট অনুভব করছি। জিবরাঈল (আ) বলেন :

আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার জন্যে যে মর্তবা তৈরী করে রেখেছেন, তাতে আপনাকে পৌঁছিয়ে দিতে চান।

তিনি ইরশাদ করলেম : হে জিবরাঈল (আ), মালাকুল মওত আমার কাছে অনুমতি চেয়েছে। জিবরাঈল আ) আরয করলেন : হে মুহাম্মদ (স)! আপনার সব আপনার জন্যে ব্যাকুল। তিনি আপনার সাথে যা করতে চান, তা তো আমি বলেই দিয়েছি। আল্লাহ্‌র কসম, মালাকুল মওত আজ পর্যন্ত কারও কাছে অনুমতি চায়নি এবং ভবিষ্যতেও কারও কাছে অনুমতি চাইবে না। কিন্তু আপনার গৌরবকে পূর্ণতা দান করা আল্লাহ্ তা'আলার লক্ষ্য এবং তিনি আপনার জন্যে অতিশয় আগ্রহী। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন : এখন তুমি তাঁর আগমন পর্যন্ত এখান থেকে যাবে না। এরপর রাসূলে করীম (স) মহিলাদেরকে ভেতরে ডেকে নিলেন। তিনি হযরত ফাতেমা (রা)-কে বললেন : আমার কাছে এস। তিনি তাঁর মাথার উপর ঝুঁকে পড়লেন। তিনি তাঁর কানে কানে কিছু বললেন। যখন হযরত ফাতেমা মাথা তুললেন, তখন তাঁর চোখ থেকে অঝোরে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। তাঁর কথা বলার শক্তি ছিল না। এরপর রাসূলুল্লাহ (স)-তাকে বললেন : তোমার মাথা আমার কাছে আন। তিনি পিতার মুখের কাছে কান লাগালেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর কানে কিছু বললেন। এতে হযরত ফাতেমার মুখমন্ডল হাস্যোজ্জ্বল হয়ে গেল। আনন্দের আতিশয্যে তিনি কিছু বলতে পারছিলেন না। এ অবস্থা দেখে আমাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

পরবর্তীকালে আমি তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : প্রথমবার তিনি আমাকে বলেন : তিনি আজই পরলোকগমন করবেন। এতে আমি কান্না রোধ করতে পারিনি। দ্বিতীয়বার তিনি বলেন : তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করেছেন যাতে তাঁর পরিবারের মধ্যে সর্বপ্রথম আমাকে তাঁর সাথে মিলিত করেন এবং তাঁর সাথে রাখেন। তাই আমি হাসি সংবরণ করতে পারিনি। এরপর হযরত ফাতেমা নিজের পুত্রদ্বয়কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আনলেন। তিনি উভয়কে আদর করলেন।

এরপর মালাকুল মওত এসে সালাম করল এবং অনুমতি চাইল। তিনি অনুমতি দিয়ে বলেন : আমাকে আমার প্রভুর কাছে এক্ষুণি পৌঁছে দাও। মালাকুল মওত আরয করল: আজই পৌঁছে দেব। আপনার প্রভু আপনার জন্যে অত্যন্ত ব্যাকুল। অন্য কারও জন্যে তাঁর এতটুকু ব্যাকুলতা নেই। তিনি আমাকে কেবল আপনার বেলায় বিনা অনুমতিতে ভেতরে যেতে নিষেধ করেছেন, অন্য কারও বেলায় এমনটি হয়নি। কিন্তু আপনার নির্দিষ্ট সময় একটু পরেই, একথা বলে মালাকুল মওত প্রস্থান করেন এবং জিবরাঈল (আ) এসে আরয করলেন,

আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা আমার পৃথিবীতে সর্বশেষ অবতরণ। এরপর কখনও অবতরণ করব না। ওহীও সমাপ্ত হল। আপনার কাছে উপস্থিতি ছাড়া পৃথিবীতে আমার কোন কাজ ছিল না। এখন আমি আমার স্থানেই অবস্থান করব।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন : আল্লাহ্র কসম, ঘরের কারও কোন শব্দ করার সাধ্য ছিল না এবং কেউ পুরুষদেরকেও ডাকছিল না। জিবরাঈল (আ)-এর কথাবার্তা আমাদের সবাইকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে দিয়েছিল। এরপর আমি উঠে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র মস্তক কোলে তুলে নিয়ে তাঁর বুকে হাত রেখে দিলাম। তাঁর সংজ্ঞাহীনতা শুরু হল। তাঁর কপাল থেকে এত ঘাম বের হচ্ছিল, যা আমি কোন মানুষের মধ্যে কখনও দেখিনি। আমি আঙ্গুলি দিয়ে ঘাম মুছে দিচ্ছিলাম। এর চেয়ে উৎকৃষ্ট সুগন্ধি আমার জানা ছিল না। যখনই তাঁর সংজ্ঞা ফিরে আসত, আমি বলতাম, আপনার প্রতি আমার পিতামাতা ও বাড়ীঘর সবকিছুই কুরবান হোক, আপনার কপালে এত ঘাম দিচ্ছে কেন? তিনি বলেন : আয়েশা! মুমিনের প্রাণ ঘামের সাথে বের হয়, আর কাফেরের প্রাণ গাধার ন্যায় পথে নির্গত হয়। তখন আমরা ভয় পেলাম এবং নিজ নিজ ঘরে লোক পাঠালাম। সর্ব প্রথমে যে ব্যক্তি আমাদের কাছে এল, সে ছিল আমার ভাই। তাকে আমার পিতা আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সে রাসূলুল্লাহ (স)-কে জীবিত পায়নি। এর আগেই তিনি উর্ধ্বজগতে তাশরীফ নিয়ে যান।

মোটকথা, কোন পুরুষ লোকের আগমনের পূর্বেই তিনি বিদায় নেন। আল্লাহ্ তা'আলাই সাহাবায়ে কিরামকে তাঁর কাছে আসতে দেননি। কারণ, তাঁর ব্যাপারটি ছিল জিবরাঈল ও মীকাঈল (আ)-এর কাছে ন্যস্ত। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তিনি একটি কথাই বলতেন, এ থেকে বুঝা যায় যে, তাঁকে কয়েকবার খতিয়ার দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি প্রত্যেকবার আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যই বেছে নিয়েছেন। যখনই তাঁর কথা বলার শক্তি হত, তখনই বলতেন, নামায, নামায, তোমরা যতদিন জামায়াতে নামায পড়বে, ততদিন প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন : রাসূলে করীম (স)-এর ওফাত সোমবার দিন চাশত ও দ্বিপ্রহরের মধ্যবর্তী সময়ে হয়েছে। ফাতেমা (রা) বলেন : সোমবার দিন আমার জন্যে শুভ নয়। এদিনে উম্মেতের উপর বড় বড় বিপদ আসবে। কুফায় হযরত আলী (রা) শহীদ হলে উম্মে কুলছুমও তাই বললেন যে, এদিনটি তাঁর জন্য শুভ নয়। কেননা, এদিনেই রাসূলুল্লাহ (স)ও ওফাত পেয়েছেন, এদিনেই তাঁর স্বামী হযরত ওমর (রা) শহীদ হন এবং এদিনেই তাঁর পিতা হযরত আলী শাহদতবরণ করেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের পর সাহাবায়ে কিরাম কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। ফেরেশতারা মৃতদেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত করে দেয়। কোন কোন সাহাবী তাঁর মৃত্যু অস্বীকার করলেন। কেউ কেউ বোবা হয়ে গেলেন, অনেকদিন পর্যন্ত কথা বললেন না এবং অনেকে পাগল হয়ে আবোল-তাবোল বকতে লাগলেন। হযরত ওমর (রা) তাদের মধ্যে ছিলেন, যাঁরা মৃত্যু অস্বীকার করেছিল। তিনি বাইরে এসে বললেন : হে মুসলমানগণ! রাসূলুল্লাহ (স) ওফাত পাননি। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ফিরিয়ে দেবেন এবং মুনাফিকদের হাত-পা কেটে দেবেন, যারা তাঁর মৃত্যু কামনা করত।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে যেমন চল্লিশ দিনের ওয়াদা করে নিয়ে যান, তেমনি আমাদের হুযুরকেও নিয়ে গেছেন। তিনি তোমাদের কাছে ফিরে আসবেন। এক বর্ণনায় আছে, হযরত ওমর (রা) বললেন : হে মুসলমানগণ! রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের কথা বলবে না। তিনি ওফাত পাননি। আল্লাহর কসম, এখন থেকে যদি কাউকে একথা বলতে শুনি; তাহলে এ তরবারি দিয়ে তাকে আমি দ্বিখন্ডিত করে ফেলব। হযরত আলী (রা) হতভম্ব হয়ে ঘরের ভেতরেই বসে রইলেন। হযরত ওসমান (রা) বোবা হয়ে গিয়েছিলেন। মানুষ তাঁকে হাতে ধরে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেত। প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যাথায় যেন তিনি পথঘাটও ভুলে গিয়েছিলেন।

মুসলমানদের মধ্যে যে অবস্থা হযরত আবুবকর ও আব্বাস (রা)-এর ছিল, তা আর কারও ছিল না। আল্লাহ তা'আলা এ দু'জনকে তাওফিক ও দৃঢ়তা দান করেছিলেন। একা হযরত আবুবকর (রা)-এর শান্ত্বনাবাণীর কারণেই সবাই শান্ত ছিল। তবু হযরত আব্বাস (রা) বাইরে এসে বললেন : সে সত্তার কসম, যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, রাসূলে করীম (স) মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করেছেন। তিনি তো জীবদ্দশায় তোমাদের মধ্যে এ আয়াত পাঠ করতেন, "নিশ্চয় আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে। এরপর তোমরা কিয়ামতের দিন তোমাদের রবের সামনে বাদানুবাদ করবে।"

হযরত আবুবকর (রা) বনী হারেসের কাছে অবস্থান করছিলেন। ওফাতের সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে তাঁর দীদারে ধন্য হলেন। এরপর মৃতদেহের উপর ঝুঁকে চুম্বন করে বলেন : আমার পিতা ও মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দু'বার মৃত্যু দেবেন না। একবারই ওফাত ছিল, যা আপনি পেয়েছেন। এরপর তিনি জনতার কাছে গিয়ে বলেন : হে মুসলমানগণ! যারা মুহাম্মদ (স)-এর অনুসারী, তারা জেনে নিক তিনি ওফাত পেয়েছেন। আর যে মুহাম্মদ (স)-এর রবের অনুসারী, তাদের জানা

উচিত তিনিই চিরঞ্জীব, কখনও মরবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : মুহাম্মদ তো একজন রাসূল মাত্র। তাঁর পূর্বেও অনেক রাসূল অতিক্রান্ত হয়েছে। যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন, তাহলে তোমরা পেছন ফিরে যাবে কি? যে পেছনে ফিরে যাবে, সে আল্লাহ্র এতটুকুও ক্ষতি করতে পারবে না। শ্রোতাদের এমন অবস্থা হল যেন তারা এ প্রথমবার আয়াতখানি শুনছে।

এক বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আবুবরক (রা) খবর পেয়ে দুরূদ পাঠ করতে করতে কক্ষে প্রবেশ করলেন। তাঁর চোখ থেকে দরদর করে অশ্রু ঝরছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি কথায় ও কাজে বীরত্ব প্রদর্শন করছিলেন। এসেই মৃতদেহের উপর ঝুঁকে পড়লেন এবং চেহারা মোবারক উন্মুক্ত করে কপালে, কপোলে চুম্বন করলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন, আমি, আমার পিতা-মাতা ও সবকিছু আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক, আপনি জীবিত অবস্থায়ও চমৎকার ছিলেন এবং মৃত্যুর পরেও চমৎকার। আপনার ইন্তিকালে সে ধারা সমাপ্ত হয়ে গেল, যা অন্য কোন নবীর ইন্তিকালে শেষ হয়নি। তাহলো ওহীর ধারা।

অতএব, আপনার মর্যাদা বর্ণনার চেয়েও বেশী এবং কান্নারও উর্ধ্বে। আপনার রিসালাত সর্বজনীন। যদি আপনার ইন্তিকাল আপনার ইচ্ছায় না হত, তাহলে আপনাকে হারানোর দু:খে আমরা জীবন উৎসর্গ করতাম। যদি আপনি কাঁদতে নিষেধ না করতেন, তাহলে আমরা চোখের পানি নি:শেষ করে দিতাম। কিন্তু যে বিষয়টি আপনি আমাদের থেকে দূর করতে পারেন না, তা হচ্ছে বিষাদ, স্মৃতি। হে আল্লাহ্! আমাদের পক্ষ থেকে এটি তোমার হাবীবকে পৌঁছে দাও।

হযরত ইবনে ওমর (রা) বর্ণনা করেন, যখন আবুবকর (রা) কক্ষে প্রবেশ করলেন, তখন ঘরময় কান্নার রোল পড়ে গেল, যা বাইরের লোকেরাও শুনতে পেল। তিনি যখন কিছু বলতেন, তখন রোল আরও বেড়ে যেত। এমতাবস্থায় এক দীর্ঘদেহী সবল ব্যক্তি দরজায় দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বলল : গৃহবাসীগণ, আপনাদের প্রতি সালাম।

প্রত্যেক ব্যক্তিই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। এরপর তোমরা আমারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। বেঁচে থাকায় আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হন; অর্থাৎ যে চলে যায়, তার বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং বিদ্যমান থাকেন। তাঁর কাছেই আশা রাখুন এবং তাঁর উপরই ভরসা করুন। ঘরের লোকেরা শব্দ শুনল; কিন্তু কার শব্দ, তা বুঝতে পারল না। কান্না থেমে গেল। সাথে সাথে সে শব্দও থেমে গেল। একজন বাইরে এসে দেখল সেখানে কেউ নেই।

সে ভেতরে চলে গেল এবং পুনরায় ক্রন্দন রোল উত্থিত হল। আরও একজন এসে শব্দ দিল এবং তাঁকেও কেউ চিনল না। তিনি বললেন : হে নবী পরিবার!

আল্লাহকে স্মরণ করুন এবং সর্বাবস্থায় তাঁর শোকরিয়া করুন। তিনিই প্রত্যেকে বিপদে সান্ত্বনা এবং প্রত্যেক প্রিয়জনের বিনিময়। অতএব, তাঁরই আনুগত্য করুন এবং তাঁরই আদেশ মেনে চলুন। হযরত আবুবকর বললেন : তাঁরা দু'জন হলেন খিযির ও হযরত ইলিয়াস (আ), তাঁরা জানাযায় এসেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, হযরত আবুবকর হযরত ওমরকে বললেন: আমি শুনেছি তুমি নাকি রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাত অস্বীকার কর? তোমার কি জানা নেই যে, তিনি নিজের মৃত্যু সম্পর্কে অমুক দিন এবং অমুক দিন কথা বলেছিলেন? আল্লাহ্ তা'আলাও কোরআন পাকে বলেছেন, নিশ্চয় আপনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে।

হযরত ওমর (রা) বললেন : বিপদে মুষড়ে পড়ার কারণে আমার মনে হল যেন কোরআন মজীদের এ বিষয়বস্তু আমি অন্য কোন দিন শুনিনি। আমি সাক্ষী দিচ্ছি, কোরআন পাক যেমন অবতীর্ণ হয়েছে, তেমনি আছে এবং হাদীসও তেমনি, যেমন বলা হয়েছে। আল্লাহ্ জীবিত, কখনও মৃত্যুবরণ করবেন না। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ্র সালাত ও রহমত তাঁর রাসূলের প্রতি নাযিল হোক। রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরহের সওয়াব আমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা করি। এরপর তিনি হযরত আবু বকরের কাছে বসে পড়লেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (স)-কে গোসল দেয়ার জন্য যখন সাহাবীগণ সমবেত হলেন, তখন তাঁরা পরস্পর বলাবলি করলেন : আমরা জানি না, রাসূলুল্লাহ (স)-কে কিভাবে গোসল দেব? অন্যান্য মৃতের ন্যায় বিবস্ত্র করে, না বস্ত্রসহ গোসল? এ দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের উপর নিদ্রা প্রবল করে দিলেন। ফলে প্রতিটি ব্যক্তি বুকে দাঁড়ি ঠেকিয়ে ঘুমুচ্ছিল। এ সময় এক অজ্ঞাত বক্তা বলে উঠল : রাসূলুল্লাহ (স)-কে বস্ত্রসহ গোসল দাও। একথায় সকলেই চমকে উঠল এবং এ অদৃশ্য শব্দ অনুযায়ী গোসল দেয়া হল। গোসল শেষে কাফন পরানো হল। হযরত আলী (রা) বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর জামা খুলতে চাইলে আবার শব্দ শোনা গেল, রাসূলুল্লাহ (স)-এর জামা খুলবে না। ফলে, জামা না খুলেই আমরা তাঁকে গোসল দিয়েছি। আমরা তাঁর কোন পার্শ্ব পরিবর্তণ করতে চাইলে তা অতি সহজেই পরিবর্তিত হয়ে যেত। আমরা ঘরের ভেতর বায়ুর শনশন শব্দ শুনতে পেতাম।

হযরত আবু জাফর (রা) বলেন, কবরে সর্বপ্রথম তাঁর বিছানা ও চাদর বিছানো হল। এরপর তাঁর পরিধেয় বস্ত্র রাখা হল। এগুলোর উপর তাঁকে কাফনসহ রাখা হল, এভাবে তাঁর বস্ত্র যা ছিল, সবই তাঁর সাথে দাফন হয়ে গেল। ওফাতের পর তাঁর কোন ধনসম্পদ অবশিষ্ট ছিল না। জীবনে তিনি

গৃহনির্মানের উদ্দেশ্যে কখনও ইটের উপর ইট রাখেননি। মোটকথা, রাসূলে করীম (স)-এর ওফাত মুসলমানদের শিক্ষাগ্রহণের জন্যে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বদকার লোকের মৃত্যু কিভাবে হয়?

পক্ষান্তরে বান্দা যদি কাফির হয়, দুনিয়া ত্যাগ করে আখেরাতে পাড়ি জমানোর সময় উপস্থিত হয়, তখন তার কাছে কালো চেহারা বিশিষ্ট ফিরিশতা নাযিল হয় এবং তার মাথার কাছে বসে আদেশ করে, হে অপবিত্র আত্মা, আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও গযবের দিকে বেরিয়ে আসো। তখন তার শরীর চুর্ণ-বিচুর্ণ হতে থাকবে। ফেরেশতারা আত্মাকে শরীর থেকে এমনভাবে বের করবে, যেমনটি ভিজা পশম থেকে বাঁকা কাঁটা বিশিষ্ট লোহা টেনে বের করা হয়। আত্মা বের করার সাথে সাথে পশমের তৈরী কাপড়ে রাখে, তা থেকে জমিনের সবচাইতে নিকৃষ্ট দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। ফেরেশতারা তাকে নিয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে। তখন তারা প্রশ্ন করে, এ হীন ও অপবিত্র আত্মা কার? তখন ফেরেশতারা জবাবে বলে, সে অমুক ব্যক্তি। ফেরেশতারা আসমানের দরজা খুলতে বলবে, কিন্তু আসমানের গেইট খোলা হবে না। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা:) পবিত্র কুরআনের সূরা আরাফের ৪০ নং আয়াতটি পড়েন, "তাদের জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে না এবং না তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে। সুঁই এর ছিদ্র দিয়ে উটের প্রবেশ যেমন অসম্ভব, তাদের বেহেশতে প্রবেশও সেরূপ অসম্ভব।" তারপর আল্লাহ বলবেন, তার দফতর সর্বনিম্নে জমিনের সিজ্জিনে লিখে রাখো। তারপর তার আত্মাকে জোরে নিক্ষেপ করা হবে।

পরে তার আত্মাকে দেহে ফিরায়ে দেয়া হবে এবং দুজন ফেরেশতা এসে তাকে কবরে বসায় ও জিজ্ঞেস করে– তোমার রব কে? সে বলে হায়! হায়! আমি জানি না। প্রেরিত এ লোকটি কে? সে বলে হায়! হায়! আমি জানি না। তারপর আকাশ থেকে একজন আওয়াজ দানকারী আওয়াজ দিয়ে বলবে, সে মিথ্যাবাদী। তার জন্য জাহান্নামের পোশাক বিছিয়ে দাও, জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও, যাতে তাপ ও বিষাক্ত হাওয়া আসতে পারে। তার জন্য কবর সংকীর্ণ হয়ে আসে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো যেন একটি আরেকটির ভেতরে ঢুকে যায়।

আবু লাহাবের মৃত্যু

বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় ও কাফিরদের চরম পরাজয়ের কথা শুনে আবু লাহাব অসুস্থ হয়ে যায়। তার দেহে বসন্ত গোটার মত সংক্রামক ব্যধি দেখা দিয়েছিল, আপনজন ও সন্তানগণ দূরে সরে পড়েছিল, কেউ তার ধারে কাছে আসতো না। অথবা তার সমস্ত দেহে পচন ধরে এবং সংক্রামক ব্যধির কারণে

আত্মীয়-স্বজনরা তাকে জীবিত অবস্তায়ই নির্জনে ফেলে আসে। রোগ যন্ত্রণায় ধুকে ধুকে নিজ ঘরে সে মারা গেল, কয়েকদিন লাশ পড়ে থাকার দরুন যখন পঁচা দুর্গন্ধ বের হতে লাগল, প্রতিবেশীরা অতিষ্ঠ হয়ে তার এক ছেলের নিকট অভিযোগ করল, সে তাকে দাফন করার জন্য কয়েকজন হাবসী লোক ভাড়া করে আনল, হাবসীরা নাক মুখ বন্ধ করে লাঠি দ্বারা লাশটি একটি কূপে ফেলে তাতে মাটি ও পাথর কুচা দ্বারাকূপের মুখটি বন্ধ করল, এভাবে দুনিয়াতে তার আপনজন ও সন্তানেরা কোন কাজে আসেনি, আর পরকালেও সে চির জাহান্নামী হবে। তফসীরকারগণ হতে এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, আবু লাহাবের তিন পুত্র ছিল ওতবা, ওতায়বা ও মাতয়াব।

যখন এ সূরা অবতীর্ণ হয়, আবু লাহাব রাগান্বিত হয়ে আপন পুত্র ওতবা ও ওতায়বাকে বলে তোমাদের বিবাহ বন্ধনে মুহাম্মদের যে দুই কন্যা রোকাইয়া ও উম্মে কুলসুম রয়েছে, তাদেরকে এক্ষণই তালাক দিয়া দাও, অন্যথায় আমি তোমাদের মুখ দেখব না। সে সময়ও কাফেরের সাথে বিবাহ সিদ্ধ ছিল। তারা পিতার নির্দেশ মোতাবেক রাসূল (স:) এর সম্মুখে গিয়ে তালাক প্রদান করে। ওতায়বা উম্মে কুলসুমকে তালাক প্রদান করে রাসূর (স:) কে অনেক গালাগালি করে, আর রাসূলের মুখের দিকে থুথু নিক্ষেপ করে। কিন্তু রাসূলের মুখমন্ডলে তা পড়ে নাই। তখন রাসুল (স:) তাকে বদদোয়া করলেন হে আল্লাহ! তোমার কুকুরদের মধ্যে হতে একটি কুকুর তার উপর বিজয়ী করে দাও।

ওতায়বা পিতার সাথে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে সফরে গমন করে। পথিমধ্যে রাত্রে একস্থানে যাত্রা বিরতি করে। সেখানে একজন পাদ্রী এসে তাদেরকে বলল এখানে বন্য হিংস্র পশু থাকে, সাবধান। আবু লাহাব সকলকে একত্র করে বলে আমার এ সন্তনের হেফাযাত করবে, কেননা, আমার মুহাম্মদের বদ-দোয়ার ভয় হচ্ছে। কাজেই সকলে তার পুত্রকে নিয়ে শুয়ে পড়ে। রাত্রে জঙ্গল হতে একটি বাঘ আসে। আর শুকিয়া শুকিয়া ওতায়বাকে নিয়া যায়। আর ফাড়িয়া ভক্ষণ করে। সূত্র : রূহুল মায়ানী

উম্মে জামিলের পরিণতি

একদা উম্মে জামিল একটি কাঁটাযুক্ত কাঠের বোঝা বহন করে আনার সময় সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং সে একটি পাথরের উপর বসে পড়ে, এ সময় বোঝাটি তার মাথা হতে পড়ে যায়, ফলে বোঝার রশিটি তার গলে এমনভাবে ফাঁস লাগে যে, তখনই সে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। সূত্র : মাযহারী

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) হতে বর্ণিত তার গলায় লোহার

সত্তর হাত জিঞ্জির লাগানো হবে। কতিপয় তফসীরকার বলেছেন শেষ দুই আয়াত তার পার্থিব অবস্থা এবং পরিচিতি বর্নিত হয়েছে। সে সময় সে পাহাড় হতে রাসূল (স:) এর শত্রুতায় কাষ্ট বহন করে আনত। তার গলায় সোনা ও মুক্তার হারের পরিবর্তে খেজুর ছিলকার রশি থাকত যা দ্বারা কাস্ট বহন করে আনত। ঐ রশি গলায় নিয়ে তার মৃত্যুও হবে। যেমন তফসীরকারগণ হতে বর্নিত হয়েছে সে একদিন একটি কাষ্ঠের বোঝা বহন করে আনার পথে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং বিশ্রামের উদ্দেশ্যে একটি পাথরের উপর বসে। সে সময় একজন ফেরেশতা পিছন হতে রশি লাগিয়ে টানে, আর সে পড়ে যায়। সে সময়ই তার মৃত্যু হয়। তাই সে যেন কবরে যাওয়ার সময় গলায় রশি নিয়া মৃত্যুবরণ করেছে। সূত্র : খাযেন, মোয়ালেম

অধিক মৃত্যুর স্বরণ

মৃত্যু জীবনের শেষ পরিণাম। জীবনের সব লীলাখেলা, আশা-আকাঙ্খা মৃত্যুর দ্বারা শেষ হয়ে যাবে। এ মৃত্যু জীবনের সাথে সাথে ছায়ার ন্যায় ফিরছে। এটা এমনই এক সত্য যে, তা কারোও অব্যাহতি নেই। অথচ এমন এক চরম ঘটনাকে মানুষ বিস্মৃত হয়ে থাকে। কারণ মানুষ জীবনের আশা-আকাংখা ও স্বপ্নে এতই বিভোর ও আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ে যে, মৃত্যুর ন্যায় এমন ভয়াবহ, এমন নির্মম ঘটনাকে সব মানুষ ভুলে থাকে।

অথচ মুসলমান মাত্রকেই একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, মৃত্যুর পরেই তাকে মুনকার-নকীরের সওয়ালের জওয়াব দিতে হবে। আমলনামা গ্রহণ করতে হবে, দুনিয়ার ধন-সম্পদ, বন্ধু-বান্ধব, মাল-আসবাব, ঘর-দরজা সব হতে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হতে হবে। মৃত্যুর সাথে সাথেই আরেক জীবন শুরু হবে, সে জীবন কখনোও শেষ হবে না। দুনিয়ার জীবনের সব কাজ-কর্মের প্রতিফল সেখানে ভোগ করতে হবে। যদি দুনিয়ার জীবনে আল্লাহকে স্বরণ করে থাকে এবং আল্লাহর হুকুম-আহকাম প্রতিপালন করে থাকে তবেই আখিরাতের জীবনে নাযাত এবং সুখ-শান্তি লাভ হতে পারে। আর যদি দুনিয়ার যিন্দেগী হেলা-খেলায় অসহযোগিতায় এবং নাফরমানীতে কেটে থাকে তবে আখিরাতে নাজাত লাভ কঠিন হবে যদি আল্লাহ মাফ না করেন। এ সকল চিন্তা করে মৃত্যুকে স্মরণ রাখতে হবে। মৃত্যুর স্মরণই গুনাহের পথ হতে রক্ষা করে।

কেননা, মৃত্যুর স্মরণই মানুষকে গুনাহের পথ হতে রক্ষা করে। কেননা, মৃত্যুর স্মরণের সাথে গুনাহের সম্বন্ধ রয়েছে। যে ব্যক্তি মৃত্যুকে স্মরণ রাখতে পারে সে গুনাহ হতে বাঁচতে পারে।

মৃত্যুকে বেশী স্মরণ করার উপায়

তিনভাবে মৃত্যুকে স্মরণ করা যেতে পারে। (১) দুনিয়ার ধন-দৌলত ও জীবনের সুখ-শান্তি একদিন পরিত্যাগ করতে হবে। মৃত্যু নিকটেই বসা রয়েছে। একদিন এসব ফেলে চলে যেতে হবে এটা মনে স্থান দিতে দিতে মৃত্যুর চিন্তায় অভ্যাস জন্মিবে।

(২) দ্বিতীয় গুনাহ হতে বারংবার তওবা ইসতেগফার করবে এবং যারা তার পূর্বে মরে গিয়েছে, তাদের কথা স্মরণ করবে।

(৩) তৃতীয় আল্লাহর প্রিয় বান্দা যারা দুনিয়াতে ছিলেন। তাদের মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে। তারা দুনিয়াতে ছিলেন। তাদের মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে। তারা আল্লাহর দীদারের আশা করতেন। তারও আল্লাহর দীদার নসীব হতে পারে।

শহীদী মৃত্যু লাভের বিশেষ আমল

মা'কেল ইবনে ইয়াছার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমায়েছেন—"যে ব্যক্তি সকাল বেলা তিন বার "আউ'জু বিল্লাহিস্‌সামীই'ল আ'লীমি মিনাশ শায়তানির রাজীম" পড়ে সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়বে, আল্লাহ তা'য়ালা ঐ ব্যক্তির জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা নিয়োজিত করে দিবেন, তাঁরা ঐ ব্যক্তির জন্য বিকাল পর্যন্ত দোয়া করতে থাকবেন এবং ঐ ব্যক্তির ঐ দিন মৃত্যু হলে সে শহীদ গণ্য হবে। বিকাল বেলা যে ব্যক্তি ঐরূপে পড়বে (সকাল পর্যন্ত) তার জন্যও ঐরূপ ব্যবস্থা হবে।"

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ج هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ـ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ط يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

রিমঝিম প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত বইসমূহ

১.	ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-১	৪০০/-
২.	ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-২	৪০০/-
৩.	ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৩	৩৫০/-
৪.	আমি বারো মাস তোমায় ভালোবাসি	২২/-
৫.	দাইউস কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না	২২/-
৬.	শিরকের শিকড় পৌছে গেছে বহুদূর	২২/-
৭.	জিলহজ্ব মাসের তিনটি নিয়ামত	২২/-
৮.	একবিংশ শতাব্দীর ইসলামী পুনর্জাগরণ পথ ও কর্মসূচী	২০/-
৯.	তথ্য সন্ত্রাসের কবলে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্ প্রতিরোধের কর্মকৌশল	২০/-
১০.	হাদীসে কুদসী	৬০/-
১১.	গীবত	৬০/-
১২.	আমরা কোন স্তরের বিশ্বাসী ও কোন প্রকৃতির মুসলমান?	২২/-
১৩.	কুরআন ও হাদীসের আলোকে মরণ ব্যাধি দুর্নীতি	২২/-
১৪.	মুসলিম নারীদের দাওয়াতী দায়িত্ব ও কর্তব্য	১০/-
১৫.	স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানের বিশটি উপদেশ	২০/-
১৬.	আমার অহংকার (কবিতা)	৭০/-
১৭.	স্বপ্নের বাড়ি (গল্প)	৬০/-
১৮.	আমাদের শাসক যদি এমন হত	৮০/-
১৯.	চেপে রাখা ইতিহাস	৩০০/-
২০.	সংসার সুখের হয় পুরুষের গুণে	২৮/-
২১.	মানুষ কী মানুষের শত্রু	২২/-
২২.	নামাজের ১১৫টি সুন্নাত ও ৪৫টি সুন্নাত পরিপন্থী কাজ	২২/-
২৩.	নেককার ও বদকার লোকের মৃত্যু কিভাবে হবে	২২/-
২৪.	তাওবাহ্ কেন করব কিভাবে করব	২২/-
২৫.	আসুন সঠিক ভাবে রোযা পালন করি	২২/-
২৬.	কবি মাসুদা সুলতানা রুমী : একটি নাম একটি প্রতিশ্রুতি	১০০/-
২৭.	আল্লাহ্ তার নূরকে বিকশিত করবেনই	২২/-
২৮.	সাহাবীদের ১৩টি প্রশ্ন আল্লাহ্ তাআলার জবাব	১২/-
২৯.	মহিমান্বিত তিনটি রাত	২২/-
৩০.	যুগে যুগে দাওয়াতী দ্বীনের কাজে মহিলাদের অবদান	২২/-
৩১.	কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান-১	২২/-
৩২.	কি শেখায় মহররম	২২/-
৩৩.	বিভ্রান্তি ছড়াতে তথাকথিত আলেমদের ভূমিকা	৩০/-
৩৪.	শপথের মর্যাদা	২৪/-
৩৫.	কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান-১	২২/-
৩৬.	পুরুষের পর্দা ও নারীর পর্দা	২২/-
৩৭.	দৈনন্দিন জীবনে রাসূল (স.)-এর সুন্নাত	২২/-
৩৮.	মাসুদা সুলতানা রুমী রচনাসমগ্র-১	২৫০/-
৩৯.	মাসুদা সুলতানা রুমী রচনাসমগ্র-২	২৫০/-

রিমঝিম প্রকাশনী

বাজার : বুক্স এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
তলা) দোকান নং-৩০৯,
াংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
: ০১৭৩৯২৩৯০৩৯, ০১৫৫৩৬২৩১৯৮

কুষ্টিয়া : বটতৈল কেন্দ্রীয় ঈদগাহ্ সংলগ্ন,
বটতৈল, বিসিক শিল্প এলাকা, কুষ্টিয়া।
মোবা : ০১৭৩৯২৩৯০৩৯, ০১৫৫৩৬২৩১৯৮